দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 04 MAY 1988 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ...

049

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাঃ কিছু কথা

গত ১৭ এপ্রিল '৮৮-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেলো। এই ইউনিটের সাত হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে আমিও একজন। উদ্দেশ্য দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নের একটা সুবর্ণ সুযোগ যোগ্যতার মাঠকাঠিতে যদিবা অর্জন করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য! পরীক্ষা দেবার পর কেবলই মনে হচ্ছে, আমার অভিপ্রায় বুঝি দূরাশা রয়ে গেলো। ভূমিকা না করে কথাটি বলি। আবশ্যিক বাংলা, ইংরেজী প্রশ্নপত্র নিয়ে আমার বলবার কিছু নেই। আপত্তি 'সাধারণ-জ্ঞান' প্রশ্নপত্রের ব্যাপারে। এখানে বলা প্রয়োজন তৃতীয় নির্বাচনী বিষয়ের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান একটি যাহোক, 'সাধারণ-জ্ঞান' প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে মনটা ভীষণ দমে গেলো। 'সাধারণ জ্ঞান' বলতে এই কি বোঝায়? যেখানে আবশ্যিক বাংলা প্রশ্নপত্রে গ্রন্থ রচয়িতাগণের নাম চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে সেখানে সাধারণ জ্ঞানে আবার সেরূপ প্রশ্ন দেবার আবশ্যকতা কোথায়? আবশ্যকতা শব্দটি এ জন্যই উঠছে— দেশে কিংবা বিদেশে যখন এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ঘনঘটা তখন একই ধারার প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি কি শোভন? সোজা কথায় বলতে হয়— কতটা প্রয়োজনীয়? এরপর আসে গাণিতিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রসঙ্গে। যেখানে একই প্রকারের দু'টি প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। অথচ একটি প্রশ্ন দেয়াই কি যুক্তিযুক্ত ছিল না? যৌক্তিকতার প্রশ্ন এ জন্যই আসছে— আলোচ্য প্রশ্নপত্রের কোথায়ও চলতি ঘটনা প্রবাহ নিয়ে কোন প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়নি। আর এখানেই 'সাধারণ জ্ঞান' প্রশ্নপত্রের অসম্পূর্ণতার প্রশ্নটি এসে যায়। নাকি চলমান ঘটনাপঞ্জী 'সাধারণ জ্ঞান' বহির্ভূত বিষয়? যদিও প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নির্দিষ্ট কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, তবু বলা যায় তা চলতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই নয়? অথচ প্রশ্নপত্রে দেখা যায় শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নকর্তাদের অন্যান্য বিষয়ের উপর এহেন অনীহার কারণ কি? অথচ বর্তমানে দেশে কিংবা বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিন্যাসঃ যমুনা সেতু, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন্যা, সার্ক, অলিম্পিক, নোবেল পুরস্কার, মঙ্গলগ্রহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এমনি অনেক বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন রাখা হয়নি। পরিবর্তে গতবছরের ২টি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাই, সামগ্রিক প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরীক্ষার্থীর মনে স্বভাবসিদ্ধ তাড়নায় একটি প্রশ্ন এসেই যায়— 'এর অর্থ কি'?

দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতনের সংস্পর্শে এসে উচ্চতর স্তরে জ্ঞানার্জনের বাসনা কার না থাকে? তবে গোড়াতেই অসম প্রশ্ন প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীর সদিচ্ছাকে এভাবে যদি অবদমিত করা হয় তবে জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল কিংবা যথার্থ প্রস্তুতি যাই থাক না কেন তা মূল্যায়নের ক্ষেত্র কোথায়? 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের যোগ্যতা আমাদের কাছে এখন শুধু একান্তই সৌভাগ্যপ্রসূত ব্যাপার বই আর কিছু নয়! অথচ দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা বরাবরই এটা বলে আসছেন— ভাগ্য কখনই প্রণিধানযোগ্য প্রচেষ্টা কিংবা আন্তরিকতাকে উৎকীর্ণ করতে পারে না। তাহলে এই অসম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কেন?

পরিশেষে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা', ফেব্রুয়ারী '৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলাদেশের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার কার্যকারিতা' প্রসঙ্গে জনাব নজরুল ইসলামের লেখা একটি নিবন্ধের ভিত্তিতে জনাব আবু আহমেদ যে মন্তব্য করেছিলেন তার উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ 'ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা যেমন প্রয়োজন তেমনিভাবে পরীক্ষাকে যদি রাখতে হয় সেটার ধরন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ.....' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন '৮৫)। তাঁর এই সুচিন্তিত মন্তব্যের পর দু'টি বছর পার হয়ে গেছে। অথচ যাঁদের সম্পর্কে তিনি এই মতামত রেখেছেন তাঁরা এ ব্যাপারে কতটুকু চিন্তা-চেতনার অঙ্গীকার রাখতে পেরেছেন? এ প্রশ্ন আজ দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ শিক্ষার্থীর মনে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

—মনিরুল ইসলাম